বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৩

রোহিঙ্গা সংকট এবং বাংলাদেশের মানবিক অবস্থান

participates
in survival strategies
of coastal poor

COAST Foundation

বিশ্ব শরণার্থী দিবস কী এবং কেন?

- জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব শরণার্থী দিবস হলো একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ২০০১ সালের ২০ জুন বিশ্বজুড়ে প্রথম এই দিবসটি পালিত হয়
- এর পর হতে প্রতিবছর ২০ জুন পালিত হয় বিশ্ব শরণার্থী দিবস
- বিশ্বজুড়ে শরণার্থীরা যেসব সংকটের সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং সমাজে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে দিবসটি পালিত হয়
- বিশ্বজুড়ে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ

রোহিঙ্গা সংকট এবং স্থানীয়দের উদ্বেগ

- ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা। নতুন এবং পুরাতন মিলে প্রায় ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা উখিয়া এবং টেকনাফে বসবাস করছে
- অপহরণ বাণিজ্য, মাদকের বিস্তার ও সন্ত্রাস
- স্থানীয়দের চাকরিতে ছাটাইকরণ
- নিরাপত্তার ঘাটতি
- প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হওয়া

অপহরণ বাণিজ্য, মাদকের বিস্তার ও সন্ত্রাস

‘৭ লাখ টাকা মুক্তিপণ’ দিয়ে ক্যাম্পে ফিরলেন ৪ অপহৃত রোহিঙ্গা

কক্সবাজার জেলার টেকনাফের জঁীলার আলীখালী পাহাড় থেকে অপহরণের ২ দিন পর ক্যাম্পে ফিরেছেন ৪ রোহিঙ্গা।

- কিছু রোহিঙ্গা এবং কিছু স্থানীয়দের সহায়তায় অপহরণ বাণিজ্য ঘটছে
- মাদক এর ভয়াবহতা রোহিঙ্গা পরর্বতী সময় বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও রোহিঙ্গারা আসার আগেও কক্সবাজারে মাদকের চোরাচালান ছিলো
- এসব বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর ভুমিকা জরুরি
- কোন এনজিও প্রতিষ্ঠান কিংবা জাতিসংঘের সংস্থা দুষ্কৃতকারীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে না।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হত্যা, অপরাধ বেড়েছে

নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা

- ক্যাম্পে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম হচ্ছে, স্থানীয়দের মাঝে দুশ্চিন্তা বাড়ছে
- কক্সবাজারের ট্যুরিজম সেক্টরে নিরাপত্তা জরুরি
- ক্যাম্পে র্কমরত এনজিও র্কমীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যা প্রয়োজন

- কক্সবাজারের স্বার্থে এনজিওদের সমন্বিত র্কমসূচি গ্রহণ
- কক্সবাজারের নিরাপত্তার স্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের সচেতন এবং সোচ্চার হওয়া
- ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা। যাতে স্থানীয় মানুষের উপর চাপ না পরে এবং রোহিঙ্গা অপরাধমূলক র্কমকান্ডে জড়িয়ে না পড়ে
- স্থানীয়দের চাকরিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্থানীয়দের চাকরি থেকে ছাটাই করা বন্ধ করতে হবে, এ ব্যাপারে জাতিসংঘ এবং সরকারের পদক্ষেপ প্রয়োজন।
- এনজিও কর্মীদের জন্য ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা করা
- ক্যাম্পে দায়িত্বরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করা

বিদেশে ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সহায়ক

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে প্রায় ৭ হাজার জন বাংলাদেশি কর্মরত আছেন
- রেডিমেইড গার্মেন্টস রপ্তানিতে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। আমাদের গার্মেন্টস রপ্তানির প্রায় ৮০% হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে এবং সেখানে গার্মেন্টস রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১ম
- আমেরিকাতে গার্মেন্টস রপ্তানি যদিও শুল্কযুক্ত, সেখানে গার্মেন্টস রপ্তানিতে বাংলাদেশ ৩য়
- ২০২৬ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ ঘোষিত হলেও শুল্কমুক্তির সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে সরকার
- গার্মেন্টস আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ৮০%ই আসে এই খাত থেকে

প্রত্যাবাসনই স্থায়ী সমাধান

- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, সমর্থন আদায় করতে হবে
- প্রয়োজন রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কূটনীতি
- সামগ্রিক সংকট ব্যবস্থাপনার স্থানীয়করণ, স্থানীয় মানুষ, নেতৃবৃন্দের কার্যকর অংশগ্রহণ

প্রত্যাবাসনই স্থায়ী সমাধান

- সামগ্রিকভাবে প্রত্যাবাসনই এই সংকটের স্থায়ী সমাধান
- জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে
- প্রত্যাবাসনের আগে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করতে হবে
- প্রয়োজন সামাজিক সম্প্রীতি অব্যাহত রাখা

প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা

- বাংলাদেশ ও মায়ানমার সরকারের মধ্যে প্রত্যাবাসন নিয়ে একটি প্রক্রিয়া চলমান
- আর্ন্তজাতিক বিচার আদালতে মামলা চলমান। কিন্তু এই আদালতে বিচার নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগে (কখনো কখনো ২০-২৫ বছর)
- মায়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে, এগুলো প্রত্যাবাসনের চাপ তৈরি করছে
- জান্তা সরকারের সাথে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের যুদ্ধ চলমান, এটা জান্তার উপর আরেকটা চাপ
- ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার ক্ষমতায় আসলে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে।
- রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার মনোভাব চাঙ্গা রাখতে কাজ করে যেতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের নানা উদ্যোগ

- প্রত্যাবাসনের সর্বাত্মক কূটনৈতিক প্রয়াস চলছে
- আরআরআরসিসহ নানা দফতরের বিশাল বাহিনী সার্বক্ষণিক কাজ করছে
- রোহিঙ্গা অর্থ সহায়তার একটি অংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দে আইএনজিও–জাতিসংঘসহ সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করছে সরকার
- প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মায়ানমার কারিকুলামে শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন দিয়েছে সরকার
- আইএনজিও/জাতিসংঘসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকার উৎসাহিত করছে তারা যেন রোহিঙ্গাদেরকে চাকরি না দেয়, বা কম দেয়।

সবাইকে ধন্যবাদ